দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 JUN 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

মাদ্রাসায় ইংরেজী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে

□ মাহফুজুল হক আনার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা মানে শুধু কোরআন-হাদীস শিক্ষা নয়। সকল ভাষার পাশাপাশি বাংলা-ইংরেজী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা অপরিহার্য। আমাদের দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলি আজ সেই কাজটি করছে। একজন মাওলানা কেবল কোরআন হাদীস সম্পর্কেই জানবে এবং মসজিদের ইমাম আর খতিবের দায়িত্ব পালন করবে তা নয়।

দিনাজপুরে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সম্মেলনে আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন

এখন আলিয়া মাদ্রাসাগুলিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আরো বেশী অর্থাৎ বাংলা-ইংরেজী বিজ্ঞান প্রযুক্তি সবকিছুর উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। মাদ্রাসা থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডিসি, এসপি, সচিব সেনাপ্রধান সব হতে পারছে। আর এর সকল কৃতিত্বই দেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের। সাম্প্রতিককালে বোস্টন ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন, অমুসলিমরা আজ কোরআন গবেষণা করে অনেক কিছু করছে। বোস্টন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে গাছের সাথে কথা বলতেন এর সত্যতা পেয়ে গাছ কি ভাষায় কথা বলে তা শক্তিশালী মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করছেন। তাহলে কোরআন হাদীস জানা আলেম-ওলেমানারা কেন পারবেন না। তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রচেষ্টায় দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলিতে যে কারিকুলাম চালু করা

পৃঃ ২ কঃ ২

মাদ্রাসায় ইংরেজী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে তার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতিরা বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারবে ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা শুধু শিক্ষিত মানুষ তৈরী করছে না। এদেশের খেঁটে খাওয়া অসহায় পরিবারের হাজার হাজার ছেলে-মেয়েকে অল্প খরচে দেশের যোগ্য সন্তান হিসাবে গড়ে তুলছে। এই বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতি সমাজ তথা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে মাদ্রাসাগুলির কারণে সমাজ তথা দেশের সম্পদ হয়ে যাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুর শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন দিনাজপুর জেলা শাখার সম্মেলন ২০১২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণের শুরুতেই প্রধান অতিথি অত্যন্ত গরমের মধ্যেও হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সু-শৃংখল উপস্থিতি দেখে অভিভূত হোন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সম্মেলনে আকস্মিকভাবে স্ব-উদ্যোগে একাত্মতা প্রকাশ করতে আসা দিনাজপুর কে বি এম কলেজের অধ্য সাইফুদ্দিন ও সার্কিট একটি সম্মেলন আয়োজনে সহায়তা করায় দৈনিক ইনকিলাব দিনাজপুর আঞ্চলিক প্রধান মাহফুজুল হক আনার এবং আয়োজক জেলা জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে আজ সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে বেকার জনগোষ্ঠিকে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। ধর্ম নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় নেতারা লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে স্ব স্ব ধর্মের কথা প্রচার করছে। চোখ মেললেই দেখা যাবে তুরস্ক, সোমালিয়া ও আফগানিস্তানের চিত্র। এই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভাল অবস্থানে রয়েছে। পৃথিবীতে আজ যত ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে অনৈতিক কাজ হচ্ছে তার প্রায় পুরোটাই স্যুট টাই পরা মানুষেরাই করছে। কিন্তু বাংলাদেশ তা বিপরীতে অবস্থান করছে। এদেশে এখনো সহমর্মিতা রয়েছে। বিরাজ করছে শান্তিবস্থা। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। কেননা আলেম ওলেমারা এসকল অন্যায় কাজ করতে পারে না। একইভাবে কোরআন হাদীসের শিক্ষা নিয়ে শান্তি ছাড়া খারাপ দেশের আলিয়া মাদ্রাসা তথা আলেম ওলেমারা।

প্রধান আলোচক আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মাওঃ শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, গত ২০০৫ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সম্মেলন হয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষার সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। মাদরাসা শিক্ষার মান বলতে কোন মান ছিল না। পূর্বে ফাজিল ছিল ৮ম শ্রেণী। পূর্বে একজন মাদ্রাসা শিক্ষক প্রধান ৫৫ টাকা বেতন পেতেন। এর মধ্যে সেই টাকা উত্তোলন করতে বিভিন্ন স্থানে অর্ধেকের বেশি খরচ হয়ে যেত। মাদ্রাসা শিক্ষকদের টাইম স্কেল প্রদান করা হতো না। মাদ্রাসা শিক্ষকদের ব্যাপারে কথা বলার কেউ ছিল না। আমাদের আন্দোলনের ফলে তার উন্নতি হয়েছে। অনেক মাদ্রাসা এমপিওভুক্তি হয়েছে। বেতন কাঠামো হয়েছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ঐক্যবদ্ধ না হলে আমাদের মর্যাদা হতো না। এই সংগঠনকে বিলীন করার জন্য পূর্বে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ গঠন করে এই সংগঠনকে বিলীন করতে চেয়েছিল। আমাদেরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না দিয়ে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের দাবির উপর ভিত্তি করে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। আগামী ১৭ তারিখে এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। টাইম স্কেলের ব্যাপারে পূর্বে আমাদের দাবি ছিল। শিক্ষামন্ত্রী সেটা চালু করেছেন। দূর হয়েছে বেতন বৈষম্য। শিক্ষকদের সিনিয়র স্কেল চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। অচিরেই এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। আমরা শিক্ষকদের চাকুরীর বয়সসীমা ৫ বছর বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়েছি। আমাদের সিলেবাসে ত্রুটি ছিল। নতুনভাবে বই লিখা হয়েছে। ২০১৩ সালে তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। যে সকল মাদ্রাসা এমপিও ভুক্তি হয়নি সেগুলোকে এমপিও ভুক্ত করতে হবে। টাইম স্কেল ও উচ্চতর স্কেল প্রদান করতে হবে। আমরা নাগরিক, ট্যাক্স দেই, খাজনা দেই, দাবি আদায় না হলে আমরা কি ঘরে বসে থাকবো? দাবি না মানা হলে ঢাকায় মিছিল করবো, আন্দোলন করে দাবি